সংবাদ

তারিখ 07 MAY 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

শীঘ্রই আসছে জবি ছাত্রলীগের নতুন কমিটি

ফখরুল শাহীন, জবি

শীঘ্রই ঘোষণা হতে পারে দেশের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) ছাত্রলীগের নতুন কমিটি। সংগঠনটির একাধিক কেন্দ্রীয় নেতা জানিয়েছেন, সংগঠনটির পরবর্তী বর্ধিত সভায়ই কমিটির বিষয়ে সিদ্ধান্ত হতে পারে। তবে কমিটি গঠনের এমন গুঞ্জন নতুন নয়, ২ বছর ধরেই শোনা যাচ্ছে নতুন কমিটি ঘোষিত হতে পারে। এদিকে কমিটির শীর্ষ নেতৃত্ব লাভের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের প্রভাবশালী নেতারা লবিং-তদবিরে ব্যস্ত রয়েছেন দীর্ঘদিন ধরে। এদের কেউ বর্তমান কেন্দ্রীয় সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকের অনুসারী, আবার কেউ সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকের অনুসারী। ছাত্রলীগের নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য কমপক্ষে ১০ জন বিভিন্নভাবে লবিং করছেন। কার ভাগ্যে সোনার হরিণ জুটবে তা বলা কঠিন।

জবির নতুন কমিটির প্রধান দায়িত্ব বর্তমান কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের হাতে থাকলেও ছাত্রলীগের অন্য ইউনিটের মতো এখানেও সিন্ডিকেটের প্রভাব পড়তে পারে বলে ধারণা করছেন অনেকেই। এজন্য জবির নতুন কমিটির ভাইটাল পদ পাওয়ার জন্য জবি ছাত্রলীগের কমপক্ষে এক ডজন ছাত্রনেতা বর্তমান, সাবেক ও বিভিন্ন সিন্ডিকেটের নেতাদের কাছে লবিং-তদবির করছেন।

নিজের উপস্থিতি দেখানোর জন্য আগ্রহের সঙ্গে বিভিন্ন সভা ও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন। শুধু তাই নয়, নেতাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধরণা দিচ্ছেন পদ প্রত্যাশীরা।

ছাত্রলীগ সূত্র জানায়, কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগসহ সব কমিটির পেছনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব রয়েছে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক এক সভাপতির। তার সুনজরে এলে ভাগ্য খুলে যেতে পারে যে কারও। এজন্য ওই নেতার কাছাকাছি পৌঁছানোর জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন জবির নেতারা। অন্যদিকে আরেক সিন্ডিকেটের প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে কর্তব্যরত সাবেক এক ছাত্রনেতা। এছাড়াও জবির বিগত আহ্বায়ক কমিটি গঠনে তার প্রভাব ছিল বলে জানা যায়।

জবির অনেক উঠতি নেতা তার কাছেও তদবির নিয়ে যাওয়া-আসা করেন বলে জানান অনেকে। এছাড়া কমিটি গঠনে জবি ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক গাজী আবু সাইদ, আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম আকন্দসহ বেশ কয়েকজন সাবেক নেতার ভূমিকা থাকতে পারে। এসব নেতার কাছেও নিয়মিত তদবির নিয়ে যাচ্ছেন পদপ্রত্যাশীরা।

তবে নতুন কমিটিতে পদ পেতে লবিং-তদবির করে কোন লাভ হবে না বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগ দৈনিক সংবাদকে বলেন, অতি দ্রুত জবির কমিটি নবায়ন করা হবে। নেতৃত্বে আসার জন্য লবিং-তদবির করে কোন লাভ হবে না। যারা নিয়মিত ছাত্র এবং যাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই তারাই নেতৃত্বে আসবেন। এক্ষেত্রে তার ছাত্রত্ব প্রমাণের জন্য নিজ নিজ বিভাগ থেকে প্রত্যয়নপত্র চাওয়া হবে। এছাড়া পাশের থানায় তার নামে কোন মামলা বা জিডি আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হবে।

সাধারণ সম্পাদক এসএম জাকির হোসাইন বলেন, জবির কমিটি গঠনে সিন্ডিকেটের কোন প্রভাব পড়বে না। যাদের বয়স ২৯ বছরের কম তাদের মধ্য থেকে পরিশ্রমী, অবিবাহিত ও নিয়মিত ছাত্রকেই নতুন কমিটিতে রাখা হবে।

জবি ছাত্রলীগ সূত্রে জানা গেছে, আসন্ন কমিটিতে পদের দৌড়ে এগিয়ে আছেন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগের অনুসারী সাইদুর রহমান জুয়েল, সাইফুল্যা ইবনে সুমন, মহাসীন মিয়া, সাখাওয়াত হোসেন প্রিন্স, কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এসএম জাকির হোসেনের অনুসারী হারুন-অর-রশীদ হারুন, আনিসুর রহমান শিশির, জহির রায়হান আগুন এবং তানভীর রহমান খান। এছাড়া নেতা হওয়ার জন্য গোপনে লবিং করে যাচ্ছেন আরও কমপক্ষে পাঁচ নেতা। গ্রুপ না থাকায় তারা প্রকাশ্যে নাম বলছেন না। তবে কোন দুইজন ভাইটাল পোস্ট পাবেন তা নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না কেউ।